চব্বিশের বন্যা

নজরুল বিন মাহমুদুল

চব্বিশের বন্যা
নজরুল বিন মাহমুদুল

প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
স্বত্ব: নজরুল বিন মাহমুদুল

প্রকাশক
মো. মাঈন উদ্দিন
পরিচালক, স্টারলাইন গ্রুপ

প্রচ্ছদ
চারু পিন্টু

পরিবেশক
বইনামা প্রকাশন

অনলাইন পরিবেশক
www.boinama.com

Cabbisher Bonna - by Nazrul Bin Mahmudul
First Published February 2025
Boinama Prokashon

ISBN: 562-356-66525-9-2

এ বইয়ের সর্বস্বত্ব লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত। লেখকের অনুমতি ছাড়া যে কোনো উদ্দেশে এ বইয়ের পুনর্মুদ্রণ, কোনো অংশের প্রতিলিপি, ফটোকপি, আলোকচিত্র গ্রহন, ইলেকট্রনিক/ডিজিটাল মাধ্যমে সংরক্ষণ ও বিতরণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

উৎসর্গ

মা- বিবি মরিয়ম
বাবা- মাহমুদুল হক
মমতাময়ী মা ও প্রয়াত বাবাকে

‘এক পায়ে ভর দিয়ে,
মাথায় নিয়ে বোঝা;
সন্তানকে মানুষ করা,
নয়তো খুব সোজা।’

অনুপ্রেরণায়

কাজী রেজিয়া সুলতানা মুক্তা (সহধর্মিণী)

চব্বিশের ভয়াবহ বন্যা

আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী তরুণ লেখক নজরুল বিন মাহমুদুল রচিত 'চব্বিশের বন্যা' বইটি প্রকাশের বিষয়ে কিছু মন্তব্য উপস্থাপন করছি। নজরুল বিন মাহমুদুল'র সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয়, যখন আমি ফেনীতে ডক্টরেট পড়াশোনার জন্য ফিল্ড রিসার্চ করেছিলাম। বইটির শিরোনাম যথাযথভাবে বাংলাদেশের ফেনী জেলাকে প্রভাবিত করে। একই সাথে এমন নজিরবিহীন বন্যার ওপর বর্ণনায় বইটির বিশেষত্ব বহন করে।

লেখক, স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যা খুব কাছ থেকে দেখেছে এবং পানিবন্দি মানুষদের উদ্ধার, খাদ্যসামগ্রী বিতরণ, ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প ও বন্যাপরবর্তী পুনর্বাসনে সরাসরি মাঠ পর্যায়ে কাজ করেছেন।

একজন সংগঠক ও পরিবেশকর্মী হিসেবে তার নেতৃত্বে ফেনীর ভয়াবহ বন্যায় কাজ করেছে স্বেচ্ছাসেবীরা। তিনি দক্ষতার সাথে এ দুর্যোগে অবদান রাখার অন্তর্নিহিত কারণগুলিকে উপস্থাপন করেছেন বইটিতে। পাশাপাশি সরকারি সংস্থা, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, বেসরকারি সংস্থা (এনজিও), আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা (আইএনজিও) এবং রাজনৈতিক, সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডাররা কিভাবে বিপর্যয়মূলক ঘটনা মোকাবিলায় সহযোগিতা করেছিল তার একটি বিস্তৃত বিবরণ তিনি বইটিতে উল্লেখ করেছেন।

নজরুল বিন মাহমুদুল বাস্তবিক সুপারিশের প্রস্তাব করেন যা জাতীয় এবং স্থানীয় উভয় নীতিনির্ধারকদের জন্য উপকারী হতে পারে। কেননা তারা ভবিষ্যতে একই ধরনের জলবায়ু-প্ররোচিত ঘটনাগুলির মোকাবিলা করবে। সামগ্রিকভাবে, বইটি বন্যা সংশ্লিষ্ট তথ্যবহুল বর্ণনায় একটি মূল্যবান অবদানের প্রতিনিধিত্ব করে যা পাঠক, ছাত্র, গবেষক এবং এ সমালোচনামূলক বিষয়ে আগ্রহী নীতিনির্ধারকদের জন্য একটি আকর্ষক সম্পদ হিসেবে কাজ করবে। আমি এ প্রকাশনার সাথে লেখকের অব্যাহত সাফল্য কামনা করছি। এবং আশা করি যে, লেখক তার জনহিতকর প্রচেষ্টা এবং সমাজে অবদান অব্যাহত রাখবেন।

শাহ মো. আজিমুল এহসান, ডক্টরাল গবেষক, বিজনেস স্কুল, এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়, ইংল্যান্ড ও সহকারী অধ্যাপক, জনপ্রশাসন বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

প্রসঙ্গ কথা

অনেক দিন আগের কথা। যখন আমি শিশু থেকে কৈশোরে পা রাখছিলাম ঠিক তখন থেকেই আমার জীবন সংগ্রাম শুরু হয়েছে। সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও অপরিণত বয়সে বাবার অসুস্থতা আমার জীবন সংগ্রামে নতুন মাত্রা যোগ করে। ছাত্র বয়সে বাবাকে হারিয়ে হাল ধরতে হয় পরিবারের। পড়াশুনার পাশাপাশি পরিবারের খরচ মেটানো আমার জন্য রীতিমত চ্যালেঞ্জ ছিল। নানা ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে আমার অবিরাম ছুটে চলা। বাবার দেয়া শিক্ষা আর মায়ের দোয়ায় স্বপ্ন দেখি মানুষের মতো মানুষ হওয়ার।

ছোটবেলা থেকেই মানুষের প্রতি আমার অন্যরকম একটা টান ছিল। যখনই সুযোগ পেয়েছি মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছি। কখনও কথা দিয়ে, কখনও সাহস দিয়ে আবার কখনও আর্থিক সহযোগিতার মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টা করেছি। আগামী প্রজন্মকে বাসযোগ্য ও পরিচ্ছন্ন নতুন বাংলাদেশ উপহার দিতে প্রতিষ্ঠা করেছি ‘পরিবেশ ক্লাব অব ইয়ুথ নেটওয়ার্ক” এ সংগঠনের ব্যানারে বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠন থেকে কাজ করছে প্রায় সহস্রাধিক পরিবেশবন্ধু।

২০২২ সালে সিলেট-সুনামগঞ্জের বন্যা ও ২০২৪ সালে উত্তরবঙ্গের বন্যা খুব কাছ থেকে দেখেছি এবং বন্যাকবলিত মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করেছি।

বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের চট্টগ্রাম বিভাগের অন্যতম একটি জেলা ফেনী। ৯২৮.৩৪ বর্গকিলোমিটারের এ জেলার ৬টি উপজেলায় প্রায় ১৭ লক্ষ মানুষের বাস। সিলেট-সুনামগঞ্জের বন্যা ও উত্তরবঙ্গের বন্যার চেয়েও ২০২৪ সালের ফেনীর বন্যা আমার কাছে বেশি ভয়াবহ মনে হয়েছে। বন্যার শুরু থেকে আমি পানিবন্দি মানুষদের উদ্ধার, খাদ্যসামগ্রী বিতরণ, ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প ও বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসনে মাঠ পর্যায়ে কাজ করেছি।

বন্যার ভয়াবহ দিনগুলোতে কাজ করতে গিয়ে আমি মনস্থির করলাম স্মরণকালের ভয়াবহ ফেনীর বন্যা নিয়ে একটি বই লিখব। যেখানে লেখা থাকবে আমার দেখা ফেনীর ভয়াবহ প্লাবন, বন্যায় বিভিন্ন কার্যক্রম, আমাদের সীমাবদ্ধতা, ফেনীবাসী ও দেশবাসীর উদারতা সহ ফেনীর ভয়াবহ বন্যার ওপর ‘স্মৃতিতে চব্বিশের বন্যা’ শীর্ষক কলামে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের ভয়াবহ বন্যার অভিজ্ঞতা।

তখন থেকে আমি প্রতিদিন বন্যার বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে আমার সহধর্মিণী মুক্তার সাথে শেয়ার করতাম। বইটি রচনার প্রতিটি স্তরে আমাকে উৎসাহ প্রদান করেছে সে।

এছাড়া বইটিকে পূর্ণতা দেবার জন্য বিভিন্ন সময় উৎসাহ প্রদান করেছেন, কবি ও লেখক শাহীন শাহ। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি কবি ও লেখক সুমন ইসলাম, পরিবেশকর্মী ফয়সাল আহাম্মদ ও আবদুল কাইয়ুমের প্রতি।

প্রকাশক মো. মাঈন উদ্দিনের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা তার আন্তরিকতার জন্য।

নজরুল বিন মাহমুদুল
২৪ নভেম্বর ২০২৪
nazrulofficialbd9703@gmail.com

সূচিপত্র

১. 'বাজান কিচ্ছু নাই, হানিতে ভাসি গেছে'। **১২**
২. সাঁতরিয়ে বাসায় ফেরা। **১৭**
৩. বাহন বিহীন যাত্রা। **২০**
৪. স্বজনদের আহাজারি। **২৪**
৫. শুন্য হাতে ফেরা। **২৯**
৬. স্বজনদের ফেসবুক কমেন্ট। **৩১**
৭. সড়কে নদীর স্রোত। **৩৫**
৮. সুপেয় পানির জন্য হাহাকার। **৪০**
৯. নদীর মোহনা খেজুর চত্বর। **৪৪**
১০. সোনার হরিণ মোমবাতি। **৪৭**
১১. ফায়ার সার্ভিসের অস্থায়ী নিয়ন্ত্রণ কক্ষ (মহিপাল)। **৪৯**
১২. বিপদের বাহন পাওয়ারটিলার ও ট্রাক্টর। **৫২**
১৩. নীড়ে ফেরা। **৫৪**
১৪. ভ্যানচালক ও আমরা। **৫৬**
১৫. ফায়ার ভলান্টিয়ার ও পূর্ণ চন্দ্র মুৎসুদ্দি । **৬০**
১৬. ক্ষুদে ড্রাইভার ও আমি। **৬৩**
১৭. ফায়ার সার্ভিসের নোয়াখালী গমন। **৬৫**
১৮. বন্যাকবলিত শিশুদের হাসি। **৬৮**
১৯. পরশুরাম থেকে ছনুয়া। **৭১**
২০. শ্রীপুরবাসীর আকুতি। **৭৫**
২১. আশ্রয়দাতার মহানুভবতা। **৭৮**
২২. পরিবেশ ক্লাবের যোদ্ধারা। **৮১**
২৩. ফেনীবাসীর ঐক্য। **৮৪**
২৪. দেশবাসীর উদারতা ও আন্তর্জাতিক সহায়তা। **৮৯**
২৫. বন্যা প্রতিরোধ ও পূর্ব প্রস্তুতি। **৯২**
২৬. ছবিতে ফেনীর বন্যা। **৯৫**

স্মৃতিতে চব্বিশের বন্যা

১. ভয়াবহ বন্যার কবলে ফেনী। **মো. মাঈন উদ্দিন। ১১২**
২. চব্বিশের বন্যায় আস সুন্নাহ ফাউন্ডেশন। ১১৫
৩. বন্যাকবলিতদের পাশে কোস্ট ফাউন্ডেশন। ১১৬
৪. চারদিনের বন্যা-উদ্বাস্তু । **মুহাম্মদ মাহবুবুল আলম। ১১৮**
৫. অনিকেত। **ইশতিয়াক উদ্দিন। ১২০**
৬. সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ঘুরে দাঁড়াবে ফেনী। **মো. আকবর হোসাইন। ১২৩**
৭. স্বপ্ন আর সংসার!। **তনয় দত্ত। ১২৪**
৮. স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যা: ক্ষতি ও পুনর্বাসনের চ্যালেঞ্জ।
মো. আবদুস সালাম ফরায়জী। ১২৫
৯. আমার দেখা এক মহাপ্লাবন। **আলমগীর মাসুদ। ১২৭**
১০. অদেখা ফেনী: চব্বিশের বন্যা। **সুমন ইসলাম। ১৩০**
১১. আমার দেখা চব্বিশের ভয়াবহ প্লাবন। **ফয়সাল আহাম্মদ। ১৩২**
১২. পানিবন্দি মানুষকে বাঁচাতে হবে। **ওমর ফারুক। ১৩৫**
১৩. ফেনীর টানে ছুটে আসি। **এমরান হোসেন ফাহিম। ১৩৭**
১৪. এ যাত্রায় বেঁচে ফিরলাম...!।
আলমাস শাহরিয়ার ইসলাম শিশির। ১৩৯
১৫. আমার চোখে আগস্টের ভয়াবহ বন্যা। **দেলোয়ার হোসেন**। ১৪১
১৬. এমন বন্যা দেখেনি ফেনীর মানুষ। **মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম**। ১৪৩
১৭. ফেনীতে ভয়ংকর বন্যার লোমহর্ষক বর্ণনা।
মো. এফরান চৌধুরী। ১৪৫
১৮. ২০২৪ সালের ভয়াবহ বন্যা: অশ্রুশিক্ত কিছু কথা।
মোহাইমিনুল ইসলাম জিপাত। ১৪৮
১৯. স্মরণকালের ভয়াবহ দুর্যোগ: চব্বিশের বন্যা।
মো. মাজহারুল ইসলাম সৈকত। ১৫০
২০. মানুষ মানুষের জন্য। **ইয়াছিন আরাফাত। ১৫৩**
২১. মৃত্যু ও জন্মের সূচনা। **সফিউল ইসলাম। ১৫৫**
২২. ভয়াবহ সেই দিনগুলো। **জুলফিকার হক। ১৫৭**
২৩. হঠাৎ ভয়াবহ বন্যায় বিপর্যস্ত জনজীবন। **মো. এমদাদ হোসেন। ১৫৮**
২৪. বাঁধা উপেক্ষা করে পানিবন্দিদের উদ্ধার।
ফখরুল ইসলাম চৌধুরী। ১৫৯